হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকের আত্মিক প্রস্তুতির প্রয়োজনীয়তা

(গ্রীসের আলোনিসসসে ইন্টারন্যাশনালএকাডেমী অফ ক্লাসিক্যাল হোমিওপ্যাথিতে চার বছরের কোর্সের সমাপনিতে প্রদত্ত একটি বক্তৃতা)

প্রোফেসর জর্জ ভিথউল্কাস

(অলটারনেটিভ নোবেল পুরষ্কার, ১৯৯৬)

আজ আমি আপনাদের আমার অভিজ্ঞতাপ্রসূত কিছু ভাবনার কথা বলব – হোমিওপ্যাথিক পরামর্শ বা হোমিওপ্যাথিক কেসটেকিং-এর প্রয়োজনীয়তা, হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক হিসাবে কি ধরণের আত্মিক বা মানসিক প্রস্তুতির প্রয়োজন এই সম্পর্কে।

একজন মানুষ কখন সিদ্ধান্ত নেয় যে তার একজন (হোমিওপ্যাথিক) চিকিৎসকের পরামর্শ নেয়ার দরকার? কেন তিনি পরামর্শ নিতে চান, হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকের কাছে আসার এই সিদ্ধান্তের অর্থ কি, হোমিওপ্যাথিক পরামর্শের উদ্দেশ্য কি? মূলত, একজন মানুষ যখন কোনো হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকের কাছে আসেন তখন বুঝতে হবে, তিনি কোন কিছুতে কষ্ট পাচ্ছেন এবং চিকিৎসক তার সেই কষ্ট দূর করতে চেষ্টা করতে চান।

এখানে দুটো দিক, আপাত দৃষ্টিতে আপনি একজন হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক এবং একজন রোগী চিকিৎসার জন্য আপানার সামনে বসে আছেন। আরও একটা অন্তর্নিহিত অর্থ আছে, সেটা হলো রোগীর প্রত্যাশা, যে আপনি তাকে সুস্থ করে দেবেন এবং তার যে সমস্যা বা কষ্ট হচ্ছে আপনি চিকিৎসক হিসাবে সেটি সারিয়ে দেবেন।

যুগ্ম/যৌথ প্রস্তুতির আবশ্যকতা

(The Necessity for a Double Preparation)

প্রকৃতপক্ষে, হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকের বাহ্যিক ও আত্মিক উভয়দিকের যৌথ প্রস্তুতি আবশ্যক। বাহ্যিক প্রস্তুতি শুরু হয়, যখন আপনি কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়াশুনা করে বিশেষ কোনো চিকিৎসাপদ্ধতিতে দক্ষতা অর্জন করে, নিজে যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী হয়ে নিজে চেম্বার খুলে বসলেন বা অন্য কোন ভাবে চিকিৎসা পরামর্শ দেওয়া শুরু করলেন। আপনি খুব সুন্দর করে আপনার চেম্বার সাজালেন, যতোটা সম্ভব, সবচেয়ে ভাল আসবাব দিয়ে এমন পরিবেশ তৈরি করলেন যাতে রোগী বেশ

সাচ্ছন্দ বোধ করে, আপনি "সিংহাসন"এর মতো কিছু একটাতে বসে আছেন, যাতে আপনাকে বেশ গুরুত্বপূর্ণ কেউ মনে হয়; এগুলো রোগীর মনে ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে।

এই সব বাহ্যিক প্রস্তুতির গুরুত্ব ও আবশ্যকতা অবশ্যই আছে, কিন্তু রোগীর আরোগ্যের ক্ষেত্রে এসবের প্রভাব ঠিক কতটুকু? এটা অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ যে আপনি কতটা পড়াশুনা করেছেন এবং আপনার নিষ্ঠা ও একাগ্রতা। আপনারা বলতে পারেন যে – আমি যতই পড়াশুনা করি না কেন – হোমিওপ্যাথিতে তারপরও ব্যর্থ হওয়ার সম্ভাবনা থেকেই যায়। কিন্তু সেই হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক কোথায়, যিনি বলতে পারেন যে তাঁর কাছে যত জটিল রোগী আসুক না কেন তার আরোগ্যের চ্যালেঞ্জ নিতে তিনি সম্পূর্ণ ভাবে প্রস্তুত? আপনারা যারা জানেন যে সঠিক ওষুধ নির্বাচন করা কত কঠিন, তারা নিশ্চয়ই বোঝেন যে এটা একজন চিকিৎসকের সাধারণ বুদ্ধিগত ক্ষমতার চেয়ে বেশি কিছু। একজন চিকিৎসক সেরা প্রস্তুতি সত্ত্বেও ব্যর্থ হতে পারেন।

একজন হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকের আত্মিক প্রস্তুতির গুরুত্ব

(The Importance of the Inner Preparation of a Homeopath)

এখন ধরুন, আপনি এমন কিছু রোগীর আরোগ্য করেছেন যা অন্যকোন চিকিৎসা পদ্ধতিতে ভাল হয়নি বা অন্য কোন চিকিৎসকই ভাল করতে পারেননি। এলাকায় আপনার বেশ সুনাম, আর সেই সুখ্যাতি শুনে বর্তমানে আপনার কাছে ভীষণ জটিল ও দুরারোগ্য একজন রোগী এসেছেন, যিনি সব রকমের চিকিৎসা নিয়ে ও অনেক চিকিৎসককে দেখিয়েও বিফল হবার পর যখন হতাশ হয়ে পড়েছেন তখন আপনার কথা শুনেছেন, শুনেছেন যে আপনি সবচেয়ে ভাল চিকিৎসক, এবং তাঁর মতো কিছু জটিল রোগী আপনি ভাল করছেন। আপনার সেই সুখ্যাতি শুনে অনেক আশা নিয়ে তিনি আপানার কাছে এসেছেন। আপানার সুখ্যাতি আর রোগীর প্রত্যাশা – এইযে সমন্বিত ঘটনা – চিকিৎসকের আত্মিক (মানসিক, আবেগীয় ও আধ্যাত্মিক) আবস্থার জন্য ভীষণ তাৎপর্যপূর্ণ।

যেহেতু, হোমিওপ্যাথিতে সঠিক ওষুধ নির্বাচন একটি জটিল প্রক্রিয়া, এবং সর্বক্ষেত্রে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা বা এক ধরণের অনিশ্চয়তা থেকেই যায়; এই কারণে উপরোক্ত পরিস্থিতিতে কিছু প্রশ্ন এসেই যায়। যেমন ধরুন, আপনি কি এই রোগীকে গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারেন যে আপনি তাকে সারিয়ে

তুলতে পারবেন? আপনি কি নিশ্চিত যে আপনার ওষুধ নির্বাচন ঠিক আছে? না কি আপনি প্রথমে এই রোগীর কাছে হোমিওপ্যাথির দুর্বলতা বা এ পদ্ধতিতে যে এক ধরণের অনিশ্চয়তা আছে সেটা বুঝিয়ে বলবেন?

সঠিক হোমিওপ্যাথি প্র্যাকটিস শুরু করলে আপনি খুব আল্পদিনের মধ্যেই অনুধাবন করবেন, যে কাজটি আপনাকে করতে হবে – (আরোগ্য, এক ধরণের শক্তির সাহায্যে আর একটি শক্তিকে সঠিক ভাবে প্রভাবিত করা – যে শক্তির কোন বস্তুপূর্ণ অস্তিত্ব সর্বাধুনিক বিজ্ঞান এ পর্যন্ত খুঁজে পাইনি) – কাজটা যে প্রায় অসম্ভব শুধু তাই না,– চিকিতসাগত, সামাজিক, আইনগত, নৈতিক ও দার্শনিক দৃষ্টিকোণ থেকে এক ভীষণ অনিশ্চয়তা থেকেই যায়।

আরোগ্য - প্রায় অলৌকিক কিছু একটা ঘটানোর মতো কঠিন একটা কাজে যে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক ধারাবাহিক ভাবে সাফল্য পেতে চান, কেমন হওয়া উচিৎ ওই চিকিৎসক বা ছাত্রের মানসিক অবস্থা আর অনুভূতি? মানসিক ভারসাম্য না হারিয়ে, সাফল্যের মহিমায় মত্ত না হয়ে, অথবা ব্যর্থতায় হতাশার অতল গহ্বরে না ডুবে, এ বিশাল কর্মযজ্ঞের দায়িত্ব নিতে একজন হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকের কি ধরণের আত্মিক প্রস্তুতি দরকার?

প্রকৃত হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক শুধু মাত্র সামান্য সর্দিজ্বর বা হাঁচিকাশির চিকিৎসা করনে না, প্রকৃত হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকে কঠিন কঠিন রোগের ভীষণ মারাত্মক অবস্থার চিকিৎসা করার মতো প্রকৃত চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত থাকতে হয়। আপনি একজন ভাল হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক হলে, মূলত মানুষ তাদের দীর্ঘদিনের ভীষণ যন্ত্রণাদায়ক দুরারোগ্য ব্যাধি নিয়েই আপনার কাছে আসবেন।

আমি বিশ্বাস করি যে আপনাদের মাধ্যে অনেকেই বিখ্যাত হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক হবেন। আপনি যত বেশী বিখ্যাত হবেন, আপনার যত বেশী নামডাক হবে, তত বেশি জটিল ও কঠিন রোগী আপনার কাছে চিকিৎসার জন্য আসবেন। মূলত, সেইসব রোগীই আপনার কাছে আসবেন যার আর কোথাও যাওয়ার কোন উপায় নেই – সব ধরণের চিকিৎসা, চিকিৎসক, তুকতাক–ঝাড়ফুক সবাই বার্থ হয়ে হাল ছেড়ে দিয়েছেন। এরকম রোগীর প্রত্যাশা একবার ভেবে দেখুন। এ ডাক্তার সে ডাক্তার করে এ

রোগী বিধ্বস্ত – কেউ তার রোগ সারতে পারেনি, অতঃপর কারও কাছে শুনেছেন যে আপনিই সব চেয়ে ভাল ডাক্তার, তার মতো অনেক জটিল, কঠিন রোগী আপনি সারিয়ে তুলেছেন – তাই তিনি আপানর কাছে এসেছেন। একবার এই রোগীর প্রত্যাশাটা অনুভব করুন – এই অবস্থায় প্রথম সাক্ষাতেই তিনি আপনার কাছে অন্তত এই ভরসাটা পেতে চান যে তার রোগ যতই জটিল ও কঠিন হোক না কেন আপনি তাকে সারিয়ে তুলতে পারবেন। একবার ভাবুন আপনিই সেই বিখ্যাত চিকিৎস, এই পরিস্থিতিতে কেমন হবে আপানার অনুভূতি?

নৈতিক দিক থেকে বিচার করলে এটা সত্যিই একটা চ্যালেঞ্জিং পরিস্থিতি। একদিকে আপনি জানেন যে হোমিওপ্যাথিতে সঠিক ওষুধ নির্বাচন করা কত কঠিন, অন্য দিকে আপনি সত্যিই ভীষণ জটিল ও কঠিন কিছু রোগী আরোগ্য করেছেন, যে সুখ্যাতিতেই এই জটিল রোগী আপানর কাছে এসেছেন। ঠিক এরকম পরিস্থিতির চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য একজন চিকিৎসকের আত্মিক প্রস্তুতিই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয়। আপানর অনুভূতি যদি এরকম হয়, "আমিই সবচেয়ে ভাল চিকিৎসক, আমি সবাইকে সারিয়ে তুলবো" তাহলে এক ভীষণ অনভিপ্রেত বিস্ময়ের জন্য প্রস্তুত থাকুন। আপনি কি রোগী হারানোর ভয়ে সব রোগীকে গ্যারান্টি দিয়ে বলবেন, যে তাকে আপনি তাকে সারিয়ে তুলতে পারবেন, – যেখানে আরোগ্য প্রায় অসম্ভবের কাছাকাছি একটা কাজ? নাকি আপনার অনুভূতি এমন হবে যে, আমি আমার চিকিৎসা করি, রোগী ভাল হোক আর নাই হোক তা নিয়ে আমার মাথাব্যাথ নেই। আপনি কি সব সময়, সবাইকে, সবসত্যি বলতে পারবেন? রোগের বৃদ্ধি বা ভীষণ রোগ যন্ত্রণায় আপনি কি রোগীকে আপানর চিকিৎসায় থাকতে উৎসাহিত করবেন? রোগীর অবস্থা যখন সত্যিই খুব খারাপ আপনি কি রোগীকে শুধু শান্তনা দিয়ে আপানর চিকিৎসা চালিয়ে যাবেন? নাকি আপনি সব জটিল কঠিন রোগী যেখানে এতটুকু বিপদের গন্ধ আছে, সবগুলো চিকিৎসা না দিয়ে ফিরিয়ে দেবেন? এইসব প্রশ্নগুলোর সঠিক উত্তর একজন হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকের কাছে থাকা দরকার আর এইসব প্রশ্নের সঠিক উত্তর খুঁজে পেতে দরকার এক ধরণের আত্মিক শক্তি ও সার্বিক প্রস্তুতি।

বাহ্যিক প্রস্তুতি ভিন্ন জিনিস, আপনার বাইরের দিকটা আপনি যতই জাঁকজমক করুন না কেন, সেটা তেমন কাজে আসেনা, অবশ্য জমকালো জাঁকজমক দিয়ে লোক ঠকানো সহজ হয়। আপনি হয়তো সিদ্ধান্ত নিলেন যে নিজেকে আপনি বিজ্ঞ এবং ব্যতিক্রমী হিসাবে উপস্থাপন করবেন, সেই মতো

পোশাকআশাক পরে গুরুগম্ভীর হয়ে থাকেতে পারেন। আপনি নিজেকে রোগীর কাছে বড় ডাক্তার হিসাবে জাহির করতে পারেন। এগুলো আপানর আসল উদ্দেশ্য – আরোগ্য – তার সাথে সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক – এগুলো কোন ব্যাপারই না। যেটা ব্যাপার সেটা হল আপানার আত্মিক প্রস্তুতি। আমি আপনাদের নিশ্চিত করে বলতে পারি, আপনার ভিতরের প্রস্তুতি যদি ভাল হয়, কোনমতে দুটো চেয়ার ধরে এমন একটা ছোট্ট চেম্বারের উষ্ণতা ও ভালবাসায় রোগী অনেক বেশি ভরসা পায়। আপনি যদি ভেবে থাকেন একটা জমকালো বড় চেম্বার দেখে রোগী ভরসা পায়, আপনি ভুল ভেবেছেন। যা রোগীদের ভরসা দেয় তা হল আপনার ভিতরে অবস্থা, আপানার আত্মিক প্রস্তুতি।

সঠিক আত্মিক প্রস্তুতির গুপ্ত রহস্য

(The Secret of a Correct Inner Preparation)

আত্মিক প্রস্তুতি বলতে আমি যা বুঝাতে চাইছি, সহজ কথায় বলতে গেলে – আপনার ভিতরে একধরনের প্রক্রিয়া যা আপনাকে আপানার সকল সাফল্যের গরিমার প্রতি নির্লিপ্ত থাকার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি কারায় – এমনকি যখন আপানার চারপাশের সবাই বলেন যে আপনিই সর্বশ্রেষ্ঠ চিকিৎসক, তখনও। এটাই সবচেয়ে বড় গোপন রহস্য।

বাহ্যিক প্রস্তুতির আরও একটা অত্যাবশ্যকীয় উপাদান হচ্ছে প্রচুর পড়াশুনা, বিশেষত চলার পথে (হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায়) জটিল ও কঠিন পরিস্থিতি মোকাবেলা করার দারুণ উদ্যম এবং সবসময় একাগ্রচিত্তে একটি নির্দিষ্ট লক্ষে আজীবন শেখার আগ্রহ নিয়ে নিরন্তর জ্ঞান আহরণ – আমি আজ সেসবের কথাও বলছি না। সবরকম প্রস্তুতি থাকলেও, অন্যকে সাহায্য কারার ইচ্ছা যদি না থাকে – রোগীর সত্যিই উপকার হচ্ছে কিনা সে বিষয়ে গুরুত্ব না দেন এবং কয়েকটা ভাসাভাসা লক্ষণের উপর ওষুধ নির্বাচন করেন, শুধুমাত্র কয়েকটা লক্ষণের পরিবর্তন করে তালগোল পাকিয়ে করে এমন ভাব করেছেন যে আপনি এই রোগীর জন্য অনেকে কিছুই করেছেন – যখন আদতে আপনি জানেন যে আপনি আসলে তেমন কোন উপকারই করতে পারেননি – তাহলে আপনি সত্যিকারের হোমিওপ্যাথিতে ধারাবাহিক সাফল্য পারবার কথা ভুলে যান। আপনি অল্পকদিনের জন্য সাফল্য পেতে পারেন, তারপর সবকিছু কেমন একঘেয়ে লাগবে, নিজেই ক্লান্ত হয়ে যাবেন, সময় নিয়ে রোগীর কথা শুনতে, তারপর তা বিশ্লেষণ করে ওষুধ খুঁজতে দেহ মনে একধরনের অবসন্নতা বোধ হবে। কিন্তু আপনার যদি পরম

উদ্যম সাথে সঠিক প্রস্তুতি থাকে, আর সেই সাথে রোগীদের আরোগ্য সাধনে সত্যিকারের আকাঙ্ক্ষা– তখনই আসে সেই অসামান্য অভিজ্ঞতা, যখন কেউ আপনার চিকিৎসা নেওয়ার পর ফিরে এসে বলে যে তার আর কোন জ্বালা ব্যাথা কষ্ট বা কোন সমস্যাই নেই। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার পর কেউ যখন স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে বলেন, আমি ভাল হয়ে গেছি, আমার আর কোন কষ্ট নেই, ব্যাপারটা প্রায় অলৌকিকের কাছাকাছি, রোগীর এরকম প্রতিক্রিয়া সব চিকিৎসকের মনপ্রাণ পরিতুষ্টি ও কর্মশক্তিতে ভরিয়ে দেয়।

কিন্তু ঠিক এইখানেই আছে সেই মরণ ফাঁদঃ রোগীর কাছ থেকে এরকম পুলকিত প্রতিক্রিয়া বা প্রশংসাকীর্তন শুনে কখনো এক মুহূর্তের জন্যেও যদি আপনার মনে হয় যে আপনি একজন দক্ষ হোমিওপ্যাথ বা আপনি একজন বড় হোমিওপ্যাথ অথবা আপনিই সেরা চিকিৎসক আথবা এই সাফল্যের কোন কিছুই আপানর নিজের দক্ষতা জন্যেই সম্ভব হয়েছে তাহলেই আপনি বিপদে পড়বেন। আপনার সামনে প্রায় অলৌকিকের মতো যে ঘটনাটা আপনি ঘটতে দেখেছেন, আপনার কখনই ভাবা উচিৎ না যে সেখানে আপনার কোন কৃতিত্ব আছে।

সঠিক প্রেসক্রিপশন দিন কিন্তু ওষুধের চমৎকার ইতিবাচক ফলের সুখবর শোনার পরমুহূর্তই একদম ভুলে যান। শুধুমাত্র আপানর ব্যর্থতা গুলো বিশ্লেষণে মননিবেশ করুন, কারণ আপনাকে মনে রাখতে হবে ঠিক পরের কেসটাতে আপনি অকৃতকার্য হতে পারেন। এবং আপনি বিষন্ন এবং হতাশ হয়ে পড়বেন। কেন আপনি হতাশ হয়ে পড়বেন? কেননা, আপনার নিজের সম্পর্কে একটি বিশাল ধারণা ছিল, আপনার জ্ঞান এবং ক্ষমতা সম্পর্কে, দুদিন আগে আপনি যে দারুণ সাফল্য পেয়েছিলেন, আপনিভেবেছিলেন আপনি প্রতিদিনই তা করতে পারবেন। না হোমিওপ্যাথিতে তা হয়না, হোমিওপ্যাথিতে আপনার ভিতরে কি হচ্ছে সে বিষয়ে খুব বেশী সজাগ থাকাটা একান্ত আবশ্যকীয় – এমনকি, শুধুমাত্র একমুহূর্তের জন্যেও আপনার মনে যদি এমন ভাবনা এসে যে "আমি এটা করেছি" – সাফল্যের জন্য নিজেকে আপনমনে তারিফ করছেন – সাবধান, থামুন! নাহলে ঠিক পরের কেসটা হতে পারে এক চরম বিপর্যয়। আপনার আত্মিক প্রস্তুতি যদি আপনার স্ফীত অহংকার বা ইগোকে কমাতে না পারে, আপনার প্রস্তুতি যদি আপনাকে হোমিওপ্যাথিক আরোগ্যের এই অপরূপ ঘটনাকে

সশ্রদ্ধ বিস্ময়ে দেখতে না শেখায়, আপনি খুব শীঘ্রই এ নিয়ে দুঃখ করবেন। আপনি খুব শীঘ্রই আপনার অধিকাংশ রোগী আরোগ্য করার তথ্য এবং ক্ষমতা হারাতে শুরু করবেন।

মোদ্দাকথা হোল, আরোগ্য করার সত্যিকারের ইচ্ছে আর জ্ঞান অর্জনের প্রবল আগ্রহ সর্বদাই থাকা উচিৎ। "আমি এখন যথেষ্ট প্রস্তুত, আমি সব রোগী আরোগ্য করতে পারবো" অথবা "আমিই এটা করছি..." এমন ধারণা আপনার মন থেকে সম্পূর্ণ মুছে ফেলতে হবে।

এমনকি সবচেয়ে সহজ কেস নেওয়ার সময়ও প্রায় একধরনের ব্যর্থ হবার "ভয়" থাকা উচিৎ। প্রতিটা নতুন রোগীর চিকিৎসাভার নেওয়ার আগে আপনার নিজেকে যে প্রশ্নটা করা উচিৎ তা হল – "হোমিওপ্যাথিক আরোগ্য যা প্রায় অসম্ভবের কাছাকাছি, এবারও এই নতুন রোগীর ক্ষেত্রেও কি আমি তা ঘটাতে পারবো?"

যে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক মনে করেন "আমি এখন যথেষ্ট জানি" অবধারিত ভাবে তার জ্ঞানবুদ্ধি কমতে শুরু করে। এ যেন অন্তরস্থ এক প্রজ্বলিত আলো, আগে ছিল কিন্তু অহংকারী মনোভাবের জন্য এখন ম্লান হতে শুরু করেছ। যেহেতু চারদিকে আপানর যথেষ্ট সুনাম হয়েছে, আপনি এখন আয়েশ করে, অল্পশ্রমে আরোগ্য করবেন – এরকম ধারণা যখনই আপানার মনে আসবে তখনই আরোগ্যের জন্য প্রয়োজনীয় তত্ত্ব আপনি হারাতে শুরু করবেন। যে মুহূর্তে কোন হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক ভাবেন যে " আমি এখন বেশ ভাল চিকিৎসক" সেই মুহূর্তেই তাঁর অধঃপতন শুরু হয়। হোমিওপ্যাথিক প্র্যাকটিস করতে করতে আপানার অভিজ্ঞতা এবং জ্ঞান সম্পর্কে আপানার একধরনের নিরাপত্তা বোধ হতে শুরু করে, ঠিক তখনই আপনি আপনার জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা হারাতে শুরু করবেন, আর তখনই আপনার অধঃপতনের শুরু, একজন আরোগ্যকারী হিসাবে, একজন হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক হিসাবে, অনেক হোমিওপ্যাথিক চিকিসকের জীবনেই এমনটি হয়েছে। এবং সেটি কেন হয়েছে তা তারা নিজেরাও জানেনা। প্রাকটিসের শুরুতে এসব হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকের সেই জ্যোতি থাকলেও বা দারুণ সফল চিকিৎসক হলেও, পরবর্তীতে তারা গড়পড়তা চিকিৎসক হয়ে যান – এবং শিক্ষক হিসাবে অবশ্যই খুব খারাপ হোমিওপ্যাথিক শিক্ষক হন। এসব হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক বা শিক্ষক

তখন বিভিন্ন রকম সহজ উপায় খুঁজতে শুরু করেন যাতে ওই শিক্ষক এবং তাঁর ছাত্রেরা উভয়ই বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন।

আমি আপনাকে রোগীর জন্য সহমর্মিতার বহিঃপ্রকাশ করতে বা আবেগে উদ্বেল হয়ে পড়তে বলছিনা, পক্ষান্তরে আমি বলবো, রোগীর জন্য আপানর আবেগের বহিঃপ্রকাশ করাটা ভুল হবে। কিন্তু আপনার ভেতরের অনিশ্চয়তা সত্ত্বেও, আপনার মধ্যে রোগী আরোগ্যের সত্যিকারের আকাঙ্ক্ষা থাকলে, রোগী তৎক্ষণাৎ তা বুঝতে পারেন, আর রোগীর এই অনুধাবনই আপনার কাছে তার আরোগ্যের আশার আলো দেখতে পারবার জন্য যথেষ্ট।

ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র সূক্ষ্ম মাত্রায়, ছোট্ট এক দানা ওষুধ দিয়ে আরোগ্য করা এক আদ্ভুদ ব্যাপার। আরোগ্যের এই সাফল্য ঘটেছে কারণ সেই তত্ত্ব ও যোগ্যতা আপনার উপর অর্পিত হয়েছে, আপনি নিজে নিজেকে তৈরি করেছেন, এই বিজ্ঞান সঠিক ভাবে পড়েছেন ও শিখেছেন, যাতে একটা ছোট্ট বড়ি দিয়ে আপনি একজনের জীবন পালটে দিতে পেরেছেন। তবে, অতিরিক্ত ফিস নিয়ে রোগী দোহন থেকে দূরে থাকতে, এই ঘটনার বিস্তার ও অন্তর্নিহিতার্থ প্রভাব সঠিক ভাবে অনুধাবন করা ও পরিপালন করা একজন চিকিৎসকের জন্য অত্যাবশ্যকীয়, নাহলে একবার যদি আপনার বিবেক অন্ধ হয়ে যায় – সঠিক ওষুধ খুঁজে পাওয়ার কথা ভুলে যান। রোগীর দিকে তাকিয়ে যদি তাকে আপনার টাকার গাছ মনে হয়, তাহলে হোমিওপ্যাথিতে আপনি কখনো সাফল্য পাবেন না।

হোমিওপ্যাথিক সাক্ষাৎকার বা কেসটেকিং এক ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণ, এটা শুধু রোগীর জীবনে নয়, চিকিৎসকের জীবনেও অনেক গুরুত্বপূর্ণ। এ যেন এক প্রণয়ের সম্পর্ক, যেখানে দুটো মানুষ সঠিক সময়, সঠিক জায়গায়, সঠিক উদ্দ্যেশেঃ দুজনের জন্যেই সত্যিকারের "ভাল/কল্যাণ/মঙ্গল" এর জন্যই সাক্ষাৎ করেন। আপনার মধ্যে যদি রোগীর রোগ আরোগ্যের সত্যিকারের ইচ্ছে থাকে, সেই ইচ্ছের আগুন রোগ ভস্মীভূত করে অলৌকিকের মতো আরোগ্য ঘটায়, যা আপনাকে দেবে এক গভীর পরিতুষ্টি, যে আপনি যথার্থই হোমিওপ্যাথির জন্য আপনার জীবন উৎসর্গ করেছেন, এবং অবশেষে আপনিও মহাত্মা হানেমানের মতো বলতে পারবেন – "আমার জীবন বৃথা যাইনি"।

রোগীর গায়ে হাত বুলিয়ে, তাকে জড়িয়ে ধরে সান্ত্বনা দেওয়া, তার প্রশংসাস্তুতি করা বা আপনি যে তাকে খুব পছন্দ করেন সেটা বলা এবং অন্য সব সৌজন্যের কথা ভুলে যান। এগুলো মূলত কোন কাজে আসেনা, এতে শুধুমাত্র "প্লাসিবো ইফেক" "(placebo effect)" এর বিতর্কই উস্কে দেয়, কিন্তু কখনোই গভীর আরোগ্য যা প্রায় অলৌকিক ঘটনা, ঘটাতে পাররেনা। মানুষের সত্যিকারের রোগযন্ত্রণায় আপনি সমব্যথী হয়ে তাকে সান্ত্বনা দিতে পারেন, কিন্তু ব্যাক্তি ওই মানুষ থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন থাকবেন। আপনি রোগীকে সাহায্য করবেন রোগী হিসাবেই, কখনো তার ব্যক্তিগত জীবনের সাথে জড়াবেন না। কারণ, একবার রোগীর ব্যাক্তিগত জীবনের সাথে জড়িয়ে গেলে আপনি ওই রোগীতে প্রকৃতপক্ষে কি ঘটছে সেটা আর স্পষ্টভাবে বুঝতে পারবেন না।

এ কারণে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসককে সবকিছুর উপরে, নিজের অনুভূতি গুলোকে আয়ত্তে আনতে হয়। অবশই মনে রাখবেন, রোগী আরোগ্য হওয়ার পর ফিরে এসে যখন সীমাহীন প্রশংসাস্তুতি করে তখন আপানর সেগুলো শোনা উচিৎ না, কারণ ও গুলোতে আপানর ইগো বা অহংকার ফুলেফেঁপে উঠে আপনার জ্ঞানবুদ্ধি ও উৎসাহে ভাটা আনে, আপনাকে অবশ্যই এ সব প্রশংসাসূচক মন্তব্যগুলোর প্রতি নির্লিপ্ত, নিঃস্পৃহ থাকতে হবে। আপনি যদি এই ধরণটা বজায় রাখতে পারেন তাহলে, আরোগ্য নিয়মিত ভাবেই ঘটতে থাকবে।

রোগীর ব্যাক্তিগত জীবনের সাথে জড়িয়ে পড়লে, আপনি খেই হারিয়ে ফেলবেন। আপনার কাজ হচ্ছে রোগী আরোগ্য করা, আপনার সমস্ত শক্তিসামর্থ্য সেই উদ্দেশেই কেন্দ্রভুত হওয়া আবশ্যক, কিন্তু আপনি যদি রোগীর রোগযন্ত্রণার সাথে জড়িয়ে পড়েন তাহলে আর আপনার পক্ষে তা সম্ভব না, আপনার অনুভূতি গুলো অবশ হয়ে যাবে, আপনি বস্তুনিষ্ঠ ভাবে সবকিছু দেখতে পারবেন না। আপনমনে ভাবতে পারেন – "আমি তাকে সারিয়ে তুলবো" বা "আমি তাকে সারিয়ে তুলতে চাই..." কিন্তু কখনোই মুখফুটে এ কথা বলতে যাবেন না, এমন কি মনের ভুলে নিজেকেও মুখফুটে বলবেন না। এ এক ধরণের মানসিক অবস্থা, যা যুক্তিতর্ক প্রসূত নয়। আপনি অন্তরে যত বেশি আরোগ্য করতে চাইবেন – আপনি ততো বেশি সফল হবেন।

আমি নিশ্চিত আপনারা অনেকেই জানেন সেই সব রোগী চিকিৎসা করা কত কঠিন, যারা মনের কথা বা সমস্যার কথা সহজে বলেন না অথবা অসম্পূর্ণ তথ্য দেন কারণ তারা মনে করেন যে, ওসব কথা আপনার দরকার না বা ওসব তথ্য চিকিৎসার কোন কাজে আসবেনা। হয়তো এমন কারও ডিওডেনাল আলসার হয়েছে কিন্তু, তিনি যে প্রচণ্ড রাগী এমন কি রাগে সহিংস হয়ে যান সে কথা তিনি বললেন না। এসব রোগী আরোগ্য করা ভীষণ কঠিন, কখনো কখনো অসম্ভব হয়ে পড়ে। আবার অন্য একজন রোগী আপানার কাছে এসে অকপটে সব সমস্যার কথা খুলে বলেন। এই দুই ধরণের রোগীর মানসিক অবস্থার পার্থক্য কি? দ্বিতীয় রোগী তার ইগো বা অহংকারকে সম্পূর্ণভাবে সরিয়ে রেখে তার সব সমস্যা অথবা দুর্বলতা খুব সহজে আপনার কাছে বলেছেন। একজন মানুষ যখন প্রয়োজনীয় সব তথ্য দেন, শুধুমাত্র তখনই একজন হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক তাকে আরোগ্য করতে পারেন।

রোগীর যখন পরামর্শের জন্য প্রথমে আসে তখন কিছুই বুঝে উঠতে পারেন না– একজন হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকের ঠিক কোন ধরণের তথ্য দরকার, কিন্তু আপনার আগ্রহ এবং মনোযোগ প্রমান করে আপনি এতো কিছু জানতে চাইছেন তারই মঙ্গলের জন্য এবং তখন সে তার মানসিক ও আবেগীয় স্তরে ঠিক কি ঘটছে সেটাও খুলে বলেন (তার ভয়, উদ্বেগ, বিষণ্ণতা ইত্যাদি সবিস্তারে বর্ণনা করতে)আর ঠিক তখনই আপনি সঠিক ওষুধের সিধান্ত নিতে সক্ষম হবেন।

সুতারং, হোমিওপ্যাথিক পরামর্শ বা হোমিওপ্যাথিক কেসটেকিং এর মর্মার্থ কি? পরিশুদ্ধি বা শোধন শুরু হয় যখন রোগী তার অন্ধকার দিক, যাকিছু তার কাছে বিরক্তিকর বা যা তাকে কষ্ট দেয় সেগুলো প্রকাশ করে, তার ভিতরে সব কিছু বাইরে নিয়ে আসেন, আপনি তখন সঠিক ওষুধ নির্বাচন করতে সমর্থ হবেন, আর তখনই সেই বিস্ময়কর ঘটনা - আরোগ্য সংঘটিত হয়। এ এক পবিত্র ঐক্যতান, যা স্বয়ং জীবনের চেয়ে কোন অংশে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।